তারিখ ... 27 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ .....

সংবাদ

কোচিং বাণিজ্যে ঝরছে মেধা

প্রতিনিধি, নাঙ্গলকোট (কুমিল্লা)

কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রমরমা হয়ে উঠেছে কোচিং বাণিজ্য। সরকারিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বন্ধের নির্দেশনা দিলেও তারা কোন কিছু তোয়াক্কা করছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক স্পেশাল পাঠ দান দুর্বল শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার নামে প্রকাশ্যে চলছে কোচিং বাণিজ্য।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, উপজেলার তুলাতুলি উচ্চ বিদ্যালয়, চান্দগড়া, ময়ূরা, ঝিকুটিয় বালিকা, বাঙ্গড্ডা বাদশা মিয়া, কাকৈর তলা, মাহিনী, মনতলী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢালুয়া, সিজিয়ারা, বক্সগঞ্জ, দৌলখাড়, ভোলাইন বাজার, হেসাখাল, দায়েমছাতি, এ আর মডেল, বেগম জামিলা, ঢালুয়া রহমতিয়া মাদ্রাসা, বাইয়ারা জয়নাল, আহমেদ দেলোয়রা স্কুল এন্ড কলেজ ও মক্রবপুর উচ্চ বিদ্যলয়সহ প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলছে কোচিং বাণিজ্য। বেশ কিছু শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সংঙ্গে আলোচনা করে নীরবে চালিয়ে যাচ্ছে এই কোচিং বাণিজ্য।

শিক্ষকরা নিজেদের বিবেকের সঙ্গে প্রতারণা করে শিক্ষার্থী ও সাধারণ অভিভাবকদের জিম্মি করে প্রাইভেট কোচিং করতে বাধ্য করছে। অভিভাবকরা তাদের সন্তাদের শিক্ষা জীবনের কথা ভেবে এর প্রতিবাদ করছেন না। কয়েকজন অভিভাবক জানান, শিক্ষা ব্যবস্থা কোচিংনির্ভর থেকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেয়ার জন্য অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। লেখাপড়ার মতো একটি পবিত্র বিষয়কে কিছু অসাধু শিক্ষকরা অপবিত্র করছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। তার আরও বলেন, কোচিংগুলোতে নেই কোন দক্ষ শিক্ষক। উপজেলার প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলছে কোচিং বাণিজ্য। ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিংগুলোতে ভর্তি হতে হচ্ছে। কয়েকজন শিক্ষার্থীরা বলেন, তাদের কিছু করার নেই। একদিকে স্কুলের পড়ার চাপ তার ওপর কোচিংগুলোর প্রতিদিনের পড়ার চাপ এতে করে মানসিক, শারীরিকভাবে ভেঙে পড়ছে শিক্ষার্থীরা। বিদ্যালয়গুলোতে আলাদাভাবে বিশেষ ক্লাস নেয়ার কথা থাকলেও শিক্ষকরা ক্লাস না নিয়ে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারগুলোতে ভর্তি পরামর্শ দেন। তাই আমরা বাধ্য হয়ে কোচিং করি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন শিক্ষক জানান, সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোচিং বন্ধের নির্দেশনা দিয়েছেন যারা সরকারের নিয়মকে অমান্য করবে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এমপিও বাতিল করার বিধান রাখা হয়েছে। এ বিষয় তুলাতুলি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারন সম্পাদক মো. রুহুল আমিন জানান, কোচিং বন্ধ। তবে ৮ম ও এস এস সি পরীক্ষার্থীদের সকাল ৯ টা-দুপুর ১ টা পর্যন্ত বিশেষ ক্লাস নিচ্ছি। এ ব্যাপারে গতকাল শনিবার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. মোনাজের রশিদ জানান, অভিযোগ পেলে ব্যাবস্থা নেব।